<u>কলকাতা উচ্চ আদালত</u>

<u>ফৌজদারি বিচার বিভাগ ক্ষেত্র</u>

<u>আপিল বিভাগ</u>

উপস্থিতঃ

সম্মানীয় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ

<u>২০২১ সালের সিআরআর ১৬২০</u>

রঞ্জিত সিং কোঠারি এবং অন্যান্যরা

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্যরা

শ্রী অয়ন ভট্টাচার্জী,
শ্রী ইন্দ্রজিৎ অধিকারী,

শ্রী অমিতাব্রত হাইতি,

শ্রী সুমন মজুমদার

...আবেদনকারীদের জন্য

শ্রী বিপুল কুণ্ডালিয়া,

শ্রী অনুরাগ রায়,

শ্রীমতি উনেজা আলী

... ই.ডি./ বিপরীত পক্ষ নং ২-এর জন্য

সংরক্ষিত : ১২.০৯.২০২৩

বিচার : ২২.১১.২০২৩

<u>বিচারপতি , তীর্থঙ্কর ঘোষ : -</u>

ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১-এর অধীনে ২০১২-এর জি. আর. মামলা নং ১৭৫ (২০১২-এর শেক্সপিয়ার সরণি পি. এস. মামলা নং ১২ থেকে উদ্ভূত) সম্পর্কিত কলকাতার চতুর্থ আদালতের বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত ২৪শে মার্চ, ২০২১-এর আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আবেদনকারীরা বর্তমান পুনর্বিবেচনার আবেদনটি পেশ করেছেন। ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা দায়ের করা ১২.১২.২০১৮ তারিখের আবেদনটি মঞ্জুর করতে পেরে খুশি হয়েছিলেন

অভিযোগকারী/এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট এবং হিসাবে বিশেষ মনোনীত আদালতে মামলাটি করার জন্য সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের উপস্থিতির নির্দেশ দিয়েছে পিএমএলএ, ২০০২-এর ধারা ৪৪ (১) (গ)-এর বিধান অনুযায়ী।

পিএমএলএ-এর ধারা ৪৪ (১) (গ)-এর অধীনে আবেদনের প্রাসঙ্গিক অংশ, অভিযোগকারী/ইডি দ্বারা দায়ের করা ২০০২ নিম্নরূপঃ

> **"৫.** *আবেদনকারী জানান যে, সিবিআই, বিএসএন্ডএফসি, কলকাতা প্রাথমিকভাবে ৫টি এফআইআর নথিভুক্ত করেছে (যথা, আরসিবিএসকে ২০১১ঙ০০৩ ৩১.০৫.২০১১ তারিখের, আরসিবিএসকে ২০১১ঙ০০০৪ ৩১.০৫.২০১১ তারিখের, আরসিবিএসকে ২০১১ঙ০০০৫ ৩০.০৯.২০১১ তারিখের, আরসিবিএসকে ২০১০ঙ০০০৬ ৩০.০৯.২০১১ তারিখের এবং আরসিও০৬/ঙ/২০১১ ৩০.১১.২০১১ তারিখের,) এবং পরবর্তীকালে ৫টি চার্জশিট এবং একটি সম্পূরক চার্জশিট, অর্থাৎ চার্জশিট নম্বর ৮/২০১২ ২৮.০৬.২০১২ তারিখে এবং সম্পূরক চার্জশিট ০৫.০২.২০১৩, চার্জশিট নম্বর ০৭/১২ ২০.০৬.২০১২ তারিখ, চার্জশিট নম্বর ০৯/১২ ২৭.০৭.২০১২ তারিখ , চার্জশিট নম্বর ১০/১২ ২৭.০৭.২০১২ তারিখ , চার্জশিট নম্বর ১১/১২ ২৪.০৯.২০১২ তারিখ শ্রী মিলাপ কাপুর জেনারেল ম্যানেজার ও আঞ্চলিক প্রধান, ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অফ কমার্স (ওবিসি), সল্ট লেক, সেক্টর-১, এবং শ্রীমতী জয়ত চক্রবর্তী, উপ-মহাব্যবস্থাপক ও শাখা প্রধান, মিড কর্পোরেট গ্রুপ, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, শেক্সপিয়ার সরন্তী শাখা, কলকাতা মেসার্স প্রাইম পালসেস লিমিটেডের বিরুদ্ধে। মেসার্স প্রাইম ইম্পেক্স লিমিটেড এবং অন্যান্যরা ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০খ, আর/ডাব্লু ৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১ ব্যাপারটা উপরোক্ত আলোচনার মধ্যে পাঁচটি চার্জশিট বিচারাধীন রয়েছে বিজ্ঞ ২১ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা। আরও কেন্দ্রীয় ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন, ইকোনমিক অফেন্স উইং, কোকাটা, সিবিআই, ইওডব্লিউ, কলকাতা তিনটি এফআইআর যেমন আরসি ০৬/ঙ/২০১১ – কলকাতা নথিভুক্ত করা হয়েছে৷ তারিখ ৩০.১১.২০১১, আরসি ০৫/ঙ/২০১১ – কলকাতা তারিখ ১৪.০৯.২০১১ এবং আরসি৪/ঙ/২০১২ তারিখ*

২৪.০২.২০১২ এবং পরবর্তীকালে ৩টি অভিযোগপত্র দাখিল করেন, যথা চার্জশিট নং ৮/১২ ১২.১০.২০১২ তারিখের , চার্জশিট নং ৯/১২ ৩০.১১.২০১২ তারিখের এবং চার্জশিট নং ১১/১২ তারিখ ৩১.১২.২০১২ অভিযোগের ভিত্তিতে তৎকালীন ডেপুটি শ্রী দুর্গা প্রসাদ গুপ্ত। জেনারেল ম্যানেজার ও রিজিওনাল হেড, ওরিয়েন্টাল ব্যাংক অফ কমার্স, সল্ট লেক, সেক্টর-১, কলকাতা, শ্রী কে.বি. নাগেশ্বর রাও অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা লার্জ কর্পোরেট ব্রাঞ্চ (বিওআই, কেআইসিবি), ৫ বিটিএম সরণি, কলকাতা-৭০০০০১। এবং শ্রী জয়ন্ত কুমার সান্যাল, তৎকালীন এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, মেসার্স পিইসি লিমিটেড, কলকাতা (এ বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের অধীনে ভারত সরকারের উদ্যোগ) মেসার্স প্রাইম ইমপেক্স লিমিটেডের বিরুদ্ধে, মেসার্স মেহুল ওভারসিজ প্রাইভেট লিমিটেড এবং আইপিসির ১২০ খ, ৪২০,৪৬৮,৪৭১ ধারার অধীনে অন্যরা। চার্জের বিষয় শীট নং ০৮/১২ তারিখ ১২.১০.২০১২ এবং চার্জশিট নং ০৯/১২ তারিখ ৩০.১১.২০১২ বিজ্ঞ ২১ তম মেট্রোপলিটনের সামনে মুলতুবি রয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা। চার্জশিট নং ১১/১২ তারিখের বিষয়টি ৩১.১২.২০১২ ২২তম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতায় বিচারাধীন। দুই পৃথক এফআইআর যেমন এফআইআর নং 138 তারিখ ১৮.০৫.২০১১ এবং এফআইআর নং ১২ তারিখ ১১.০১.২০১২ এছাড়াও কলকাতা পুলিশ দ্বারা এই ভিত্তিতে নিবন্ধিত হয়েছিল ইয়েস ব্যাঙ্কের ভাইস প্রেসিডেন্ট ললিত কুমার সিঙঘলের দায়ের করা অভিযোগের লিমিটেড ১৯, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-১৭। এবং জে কে রামকৃষ্ণ রাও, রিজিওনাল কালেকশন ম্যানেজার- ইস্ট, ডিসিবি ব্যাংক লিমিটেড গড়িয়াহাট রোড কলকাতা যথাক্রমে মেসার্স প্রাইম ডাল লিমিটেডের পরিচালকদের বিরুদ্ধে, মেসেস প্রাইম ইমপেক্স লিমিটেড পরে মামলা স্থানান্তর করা হয় কলকাতা পুলিশ ব্যাঙ্কিং জালিয়াতি বিভাগ (বিএফএস) এবং দুটি পৃথক ধারা ২৪.০৮.২০১৬ তারিখের ১২২/২০১৬ নং চার্জশীট চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা এবং চার্জশিট নং ২৭/১৭ তারিখ ২১.০৩.২০১৭ বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে, কলকাতা পুলিশের তরফে মামলা দায়ের করা হয়। এভাবে ছিল ১০ জন এই মামলায় পৃথক চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে মূল ক্ষতি ৪৪৭,৪৪,০৮,৩৩১/- টাকা এবং বকেয়া সুদ (মোট

ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা গ্রহণের পর আজ পর্যন্ত মূল লোকসান/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান) বিভিন্ন ব্যাঙ্ক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে।

৬. *একটি গভীর অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, প্রতারণা ও জালিয়াতিতে প্রবেশের জন্য তদন্ত শেষ হওয়ার পর, কলকাতার কথিত শেক্সপিয়ার সরণি পুলিশ স্ট্যাটন, ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ৪২০,৪৬৮ ও ৪৭১-এর সঙ্গে পঠিত ১২০ খ অপরাধ এবং বিজ্ঞ সি. এম, কলকাতার সামনে উল্লিখিত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধের জন্য চার্জশিট জমা দেয় এবং উক্ত মামলাটি জিআর/১৭৫/১২ এবং বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য* ***বিজ্ঞ ৪ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা*** *এর আদালতে বিচারাধীন।*

৭. *আবেদনকারী যে আবেদন করেছেন যে আইপিসি, ১৮৬০-এর ধারা ৪২০,৪৬৭,৪৬৮ এবং ৪৭১-এর সাথে পঠিত ধারা ১২০- খ -এর অধীনে অপরাধগুলি মানি লন্ডারিং (অর্থ পাচার) প্রতিরোধ আইন, ২০০২ (পিএমএলএ, ২০০২)-এর অধীনে তফসিলভুক্ত অপরাধ। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট, কলকাতা জোনাল অফিস, কলকাতা উপরোক্ত এফআইআর এবং চার্জশিটের ভিত্তিতে, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট, কলকাতা জোনাল অফিস অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন, ২০০২ (পিএমএলএ, ২০০২)-এর বিধানগুলির অধীনে তদন্তের উদ্দেশ্যে ইসিআইআর নং কেএলজেডও/০৮/২০১৬ ১৯.০৮.২০১৬ তারিখের এর অধীনে তদন্তের উদ্দেশ্যে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ (পিএমএলএ, ২০০২) এর বিধানাবলী এবং তদন্ত শুরু করেন।*

৮. *মামলার তদন্ত শেষ হওয়ার পর নং ইসিআইআর কেএলজেডও/০৮/২০১৬ তারিখ ১৯.০৮.২০১৬, এই অধিদপ্তর একটি দায়ের করেছে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ এর ৪৫ ধারার অধীনে অভিযোগ ধারা ৩ এর অধীন অপরাধ এবং ধারা ৪ এর অধীন শাস্তিযোগ্য পিএমএলএ আইন, এলডির সামনে উল্লিখিত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে। প্রধান বিচারপতি, নগর দায়রা আদালত, বিচর ভবন, কলকাতা (বিশেষ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের অধীনে নির্ধারিত আদালত,*

২০০২), যা ২০১৮ এর এম এল কেস নং ০৫ হিসাবে সংখ্যাযুক্ত যেখানে আদালত সন্তুষ্ট হয়ে বিষয়টি আমলে নেন এবং পরবর্তীকালে আসামিরা হাজির হয়ে জামিন মঞ্জুর করেন এবং তাও গ্রহণ করেন আইন অনুযায়ী যথাযথ পদক্ষেপ এবং তার পরে উল্লিখিত মামলাটি বিজ্ঞ প্রধান জজ দ্বারা এলডি আদালতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বিশেষ সিবিআই বিচারপতি, ১ম আদালত, বিচর ভবন, কলকাতা (স্পেশাল) মানি লন্ডারিং (অর্থ পাচার) প্রতিরোধ আইনের অধীনে নির্ধারিত আদালত, ২০০২), যেখানে মামলাটি বিচারের জন্য বিচারাধীন রয়েছে "

অভিযোগকারী তাই আবেদন করেছিলেন, "... মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২-এর ৪৩ (২) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত অপরাধের পাশাপাশি মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২-এর অধীনে অপরাধের বিচার পরিচালনার জন্য, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২-এর ৪৪ (১) (গ) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে, কলকাতার বিচার ভবনে (মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২-এর অধীনে বিশেষ মনোনীত আদালত) বিশেষ আদালতে উপরোক্ত মামলাটি দায়ের করুন। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২....."

আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী শ্রী ভট্টাচার্য ২০২১ সালের ২৪শে মার্চের আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এই বিষয়ে জোর দিয়ে পিএমএলএ, ২০০২-এর অধীনে মনোনীত বিশেষ আদালতে তফসিলি অপরাধ সম্পর্কিত মামলাটি দায়ের করেন যে সংবিধির ভাষা বাধ্যতামূলকভাবে নির্দেশ দেয় না যে তফসিলি অপরাধের অধীনে মামলাটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিশেষ আদালতে স্থানান্তর করা হয়। তাঁর যুক্তি বিশদ করার জন্য জানা যায় উকিল নিম্নলিখিত কারণগুলি নির্ধারণ করেছেনঃ

(i) অপরিশোধিত বিধান অনুসারে, তফসিলি অপরাধ এবং পিএমএলএ, ২০০২-এর বিধান অনুযায়ী অপরাধের বিচার শুধুমাত্র পিএমএলএ-এর অধীনে গঠিত বিশেষ আদালত দ্বারা করা যেতে পারে (আইনের ৪৪ (১) (ক) ধারা অনুসারে)। সংশোধিত বিধানগুলি ২০১৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি কার্যকর হয় এবং ৪৪ (১) (ক) ধারায় উপস্থিত 'শুধুমাত্র' শব্দটি মুছে ফেলা হয়, যেখানে ৪৪ (১) (গ) ধারায় এটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যে, যে আদালত তফসিলি অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করেছে, তা যদি পিএমএলএ-এর অধীনে বিশেষ আদালত না হয়, তা হলে রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে এই আদালত বিশেষ আদালতে তফসিলি অপরাধের মামলা করার ক্ষমতা রাখে।

(ii) যেহেতু আইনসভা সচেতনভাবে 'শুধুমাত্র' শব্দটি বাদ দিয়েছে, তাই তফসিলি অপরাধের বিচারের জন্য নিয়মিত আদালতে বিচক্ষণতা ন্যস্ত করা হয়েছে এবং তফসিলি অপরাধ এবং পিএমএলএ-এর অধীনে অপরাধের বিচারের জন্য সংশোধিত বিধানগুলিতে কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। আবেদনকারীর মতে পরিস্থিতিগত স্বার্থে ধারা ৪৪ (১) (গ)-তে ব্যবহৃত 'হবে' শব্দটি 'মে' হিসাবে পড়তে হবে। কুইবেক রেলওয়ে, লাইট, হিট অ্যান্ড পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড বনাম -ভ্যান্ড্রি এবং অন্যান্যরা এআইআর ১৯২০ পিসি ১৮১ এর উপর নির্ভর করে -এ রিপোর্ট করা হয়েছে যে আইনের স্থির নীতি হল যে আইনসভা তার শব্দ নষ্ট করে না।

(iii) বিজয় মদনলাল চৌধুরী ও অন্যান্যদের বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্যরা ২০২২ সালে এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ৯২৯-ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপর নির্ভর করে। রিপোর্ট করেছে যে বিধানগুলি

পিএমএলএ-এর ধারা ৪৪ এর অধীনে সক্ষম এবং বিবেচনামূলক, সুতরাং একটি আবেদন বিবেচনা করার সময় এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এটি বিশেষত সেই ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে নিপীড়নমূলক হয়ে উঠবে না যাদের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা নাও হতে পারে তবে নির্ধারিত অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা যেতে পারে।

(iv) এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে পিএমএলএ বিচারের জন্য যথেষ্ট ভিন্ন নিয়ম নির্ধারণ করে [ধারা ৪৪ (১) (ঘ) অনুসারে], তাই আবেদনকারীর মতে এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে একইভাবে অবস্থিত সমস্ত মামলাকারীদের একই/অনুরূপ পদ্ধতিগত সুরক্ষা প্রদান করা উচিত এবং কোনও বৈষম্য ছাড়াই। পিএমএলএ-এর অধীনে অপরাধের জন্য অভিযুক্ত না হওয়া তফসিলি অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকার কেড়ে নেওয়া উচিত নয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উপর সেই প্রভাবের জন্য রিলায়েন্স স্থাপন করা হয়েছিল-বনাম-আনোয়ার আলী সরকার এবং আনার। এআইআর ১৯৫২ এসসি ৭৫-এ রিপোর্ট করা হয়েছে।

(v) বিজ্ঞ কর্তৃপক্ষের সংখ্যার উপর নির্ভর করে আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে আইনসভা পরোক্ষভাবে বিচার বিভাগের পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এবং যদি অন্য কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তবে এর ফলে বিচার বিভাগ -এর উপর ন্যস্ত বিবেচনার উপাদানটি প্রত্যাহার করা হবে।

আবেদনকারীর পক্ষে শিক্ষিত উকিল তাঁর যুক্তিগুলির সারসংক্ষেপ করেছেন। নিম্নলিখিত পদগুলিঃ

"(ক) ধারা ৪৪ (১) (গ) একটি সক্রিয় বিধান;

(খ) ধারা ৪৪ (১) (গ)-এ 'হবে' শব্দটিকে হিসাবে পড়তে হবে। 'হতে পারে';

(গ) ধারা ৪৪ (১) (ক) ধারা ৪৪ (১) (গ)-এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে;

(ঘ) নিয়মিত আদালত কর্তৃক একটি মামলা বিশেষ আদালতে স্থানান্তর করা ঐচ্ছিক এবং উক্ত বিষয়টি বিভিন্ন কারণের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করতে হবে যেমন, নিয়মিত মামলার প্রকৃতি, সাধারণ অভিযুক্তের সংখ্যা, নিয়মিত আদালত এবং বিশেষ আদালতের মধ্যে ।

(ঙ) যেহেতু এই বিধানটি একটি সক্ষমকারী, তাই ধারা ৪৪ (১) (গ)- এর অধীনে একটি আদেশ পাস করা হয়েছে কে মনের প্রয়োগের পরীক্ষা সন্তুষ্ট করতে হবে;

(চ) কোনও মামলা স্থানান্তর করার জন্য নিয়মিত আদালতের উপর কোনও বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেওয়া যাবে না ধারা ৪৪ (১) (ক)-এর অধীনে ইডি-র অনুরোধে।

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী কুণ্ডলিয়া পিএমএলএ, ২০০২-এর ৪৪ ধারার বিধানগুলির উপর নির্ভর করেছিলেন এবং জমা দিয়েছিলেন যে এটি আইনের একটি স্থির অবস্থান যে তফসিলি অপরাধের মামলাটি বিশেষ আদালতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে যা অর্থ পাচারের অপরাধের অভিযোগের বিষয়টি বিবেচনা করেছে। পিএমএলএ-এর ৪৪ ধারার প্রাসঙ্গিক বিধানগুলির কথা উল্লেখ করে এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে অর্থ (নং ২) আইন, ২০১৯ দ্বারা প্রবর্তিত ব্যাখ্যা সহ পিএমএলএ-এর ৪৪ (১) ধারার (ক) এবং (গ) ধারা অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য ছিল একই আদালতকে অর্থ পাচারের পাশাপাশি তফসিলি তফসিলের উভয় অপরাধের বিচার করতে সক্ষম করা। অপরাধ।

বিজয় মদনলাল চৌধুরী (উপরে), ২৬৯ অনুচ্ছেদের প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল যেখানে সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

*" **২৬৯.** ২০০২ সালের আইনের ৩ ধারার খালি ভাষা থেকে এটা স্পষ্ট যে, অর্থ পাচারের অপরাধ একটি স্বাধীন অপরাধ যা অপরাধের আয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত যা কোনও নির্ধারিত অপরাধের সঙ্গে সম্পর্কিত বা সম্পর্কিত অপরাধমূলক কার্যকলাপের ফলস্বরূপ উদ্ভূত বা প্রাপ্ত হয়েছিল। প্রক্রিয়া বা কার্যকলাপ যে কোনও আকারে হতে পারে-তা তা তা লুকিয়ে রাখা, দখল, অধিগ্রহণ, অপরাধের আয়ের ব্যবহার যতটা এটিকে অকার্যকর সম্পত্তি হিসাবে তুলে ধরা বা দাবি করা। সুতরাং, অপরাধের আয়ের সাথে সম্পর্কিত এই ধরনের কোনও প্রক্রিয়া বা ক্রিয়াকলাপে জড়িত থাকা অর্থ পাচারের অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে। এই অপরাধের অন্যথায় নির্ধারিত অপরাধ সম্পর্কিত ফৌজদারি কার্যকলাপের সাথে কোনও সম্পর্ক নেই-প্রাপ্ত অপরাধের আয় ব্যতীত বা সেই অপরাধের ফলস্বরূপ প্রাপ্ত। "*

ইডি জোর দিয়ে বলেছিল যে এটি সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে নির্ধারিত অপরাধ এবং অর্থের অপরাধের যৌথ বিচারের কোনও প্রশ্নই ওঠে না পিএমএলএ-এর অধীনে অর্থ পাচার।

মহেশ আগরওয়ালা বনাম সিবিআই, ২০১৭ এসসিসি অনলাইন ক্যাল ১১০৬৯-এ রিপোর্ট করেছে তে পর্যবেক্ষণের উপর রাখা হয়েছিল। যেখানে পিএমএলএ-এর ধারা ৪৪ (১) (গ)-এর অধীনে ক্ষমতা অনুমোদিত হয়েছে। রায় নিম্নরূপ নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

"১৭. *..... যেহেতু মামলা মোকদ্দমায় তথ্য ও আইনের অনুরূপ প্রশ্ন জড়িত থাকে এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের ৪৪ ধারার আলোকে, আমি মনে করি যে নির্ধারিত অপরাধের পাশাপাশি প্রতিরোধের অধীনে অপরাধের ক্ষেত্রেও মামলা দায়ের করা হবে মানি লন্ডারিং আইনের একই আদালতে বিচার করা উচিত।*

১৮. *তদনুসারে, আমি বিশেষ মামলা নং-৩৯/২০১১ এর কার্যধারা হস্তান্তর করছি। বিশেষ বিচারক, সিবিআই বিশেষ আদালত, আসানসোল, বর্ধমানের ফাইল থেকে, বিশেষ বিচারক, বিশেষ (সিবিআই) আদালত নং ১, বিচার ভবন, কলকাতার ফাইলটিতে, যিনি আইন অনুসারে বিশেষত ধারা* অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইনের ৪৩/৪৪ *এর বিধান অনুসারে উভয় মামলার বিচার চালিয়ে যাবেন "*

ইডি-র জন্য শিক্ষিত উকিল উপর নির্ভর করেছিলেন রানা আইয়ুব - বনাম - ডিরেক্টরেট এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট, (২০২৩) ৪ এসসিসি ৩০৫৭-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, -এর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদঃ

"২৬. *ধারা ৪৪ (১) (ক) এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে কোনও জটিলতা নেই। ধারা ৪৪ (১) (ক) আঞ্চলিক এখতিয়ার সম্পর্কিত সবচেয়ে মৌলিক নিয়মটি নির্ধারণ করে, এই বিধানের মাধ্যমে যে পিএমএলএ-এর ধারা ৪-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য কোনও অপরাধ এবং এর সাথে সম্পর্কিত কোনও তফসিলি অপরাধ যে অঞ্চলে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তার জন্য গঠিত বিশেষ আদালত দ্বারা বিচারযোগ্য হবে। এটি লক্ষণীয় প্রাসঙ্গিক যে ধারা ৪৪ (১) (ক) তিনটি জায়গায় "অপরাধ" অভিব্যক্তিটি শুধুমাত্র একবার ব্যবহৃত "তফসিলি অপরাধ" অভিব্যক্তিটির বিপরীতে ব্যবহার করে। এই ব্যবহারটি তাৎপর্যহীন নয়। তিনটি জায়গায় যেখানে শুধুমাত্র "অপরাধ" শব্দটি ব্যবহার করা হয়, সেখানে এটি অর্থ পাচারের অপরাধকে বোঝায়। যে জায়গায় "তফসিলি অপরাধ" অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে এটি নির্দিষ্ট অপরাধকে বোঝায়। পিএমএলএ-এর ধারা ৪-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য কোনও অপরাধ এবং এর সাথে সম্পর্কিত যে কোনও তফসিলি অপরাধ যে এলাকায় "অপরাধ" করা হয়েছে তার জন্য গঠিত বিশেষ আদালত দ্বারা বিচারযোগ্য হবে বলে নির্ধারণ করে, ধারা ৪৪ (১) (ক) স্পষ্ট করে দেয় যে এটি ধারা ৪৩ (১)-এর অধীনে গঠিত বিশেষ আদালত, যা হবে এমনকি এর সাথে যুক্ত নির্ধারিত অপরাধের বিচার করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত।*

২৭. *এই ধরনের একটি সাধারণ কিন্তু মৌলিক নিয়ম নির্ধারণের পর, আইনটি ধারা ৪৪ (১) (গ)-এর আরও জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে এগিয়ে যায়। যে আদালত নির্ধারিত অপরাধের বিষয়টি আমলে নিয়েছে, তার কী হবে সেই প্রশ্নটি বিশেষ আদালত ছাড়া অন্য কোনও আদালত নয়, যা অর্থ পাচারের অপরাধের বিষয়টি আমলে নিয়েছে, যার উত্তর ধারা ৪৪-এর উপ-ধারা (১)-এর ধারা (গ) দ্বারা চাওয়া হয়েছে। যে আদালত নির্ধারিত অপরাধের বিষয়টি আমলে নিয়েছে, সেই আদালত যদি অর্থ পাচারের অপরাধের বিষয়টি আমলে নেওয়া বিশেষ আদালত থেকে আলাদা হয়, তা হলে পিএমএলএ-এর অধীনে অভিযোগ দায়ের করার জন্য অনুমোদিত কর্তৃপক্ষকে সেই আদালতে আবেদন করতে হবে যা নির্ধারিত অপরাধের বিষয়টি আমলে নিয়েছে। এইভাবে দায়ের করা আবেদনের ভিত্তিতে, যে আদালত নির্ধারিত অপরাধের বিষয়টি আমলে নিয়েছে, সেই আদালতকে নির্ধারিত অপরাধ সম্পর্কিত মামলাটি বিশেষ আদালতে হস্তান্তর করতে হবে, যে আদালত তা গ্রহণ করেছে। অর্থ পাচারের অভিযোগের স্বীকৃতি।*

২৮. *অতএব, এটা স্পষ্ট যে, নির্ধারিত অপরাধের বিচার বিশেষ আদালতে হওয়া উচিত যা অর্থ পাচারের অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করেছে। অন্য কথায়, নির্ধারিত অপরাধের বিচার, যতদূর পর্যন্ত আঞ্চলিক এখতিয়ারের প্রশ্ন সম্পর্কিত, অর্থ পাচারের অপরাধের বিচার অনুসরণ করা উচিত এবং তদ্বিপরীত নয়।*

২৯. *যেহেতু আইনটি তফসিলভুক্ত অপরাধের বিচার এবং অর্থ পাচারের অপরাধের বিচার শুধুমাত্র ৪৩ (১) ধারার অধীনে গঠিত বিশেষ আদালতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা বিবেচনা করে, তাই সমস্ত অপরাধ একসঙ্গে বিচার করা হবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিতে পারে। এই সন্দেহটি ৪৪ (১) ধারার ব্যাখ্যা (১) দ্বারা অপসারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। ব্যাখ্যা (i) স্পষ্ট করে যে উভয় অপরাধের বিচার দ্বারা করা হয়। একই আদালতকে যৌথ বিচার হিসাবে বিবেচনা করা হবে না।*

৩০. *ধারা ৪৪-এর উপ-ধারা (১)-এর ধারা (ক) এবং (গ)-এর একটি সতর্ক বিভাজন দেখায় যে, সেগুলি পিএমএলএ-এর ধারা ৪৩ (১)-এর অধীনে গঠিত বিশেষ আদালতকে প্রাধান্য দেয়। এই দুটি ধারায় দুটি নিয়ম রয়েছে, যথাঃ (i) পি. এম. এল. এ-র অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি তফসিলি অপরাধ যে এলাকায় অর্থ পাচারের অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তার জন্য গঠিত বিশেষ আদালত দ্বারা বিচারযোগ্য হবে এবং (এটি) যদি একটি আদালত নির্ধারিত অপরাধের বিষয়ে বিচার গ্রহণ করে এবং বিশেষ আদালত অর্থ পাচারের অপরাধের বিষয়ে বিচার গ্রহণ করে, তবে তফসিলি অপরাধের বিচারকারী আদালত তা বিশেষ আদালতে পাঠাবে। অর্থ পাচারের অপরাধ।*

.....

৩৯. *এই যৌথ পরিকল্পনাটি একবার বোঝা গেলে, এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে ৪৪ ধারার উপ-ধারা (১) এর ধারা (ক) এবং (গ)-এর নির্দিষ্ট আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, পিএমএলএ-এর অধীনে গঠিত বিশেষ আদালতের নির্ধারিত অপরাধের বিচার করার এখতিয়ার থাকবে। এমনকি যদি নির্ধারিত অপরাধটি অন্য কোনও আদালত দ্বারা বিবেচনা করা হয়, তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে সেই আদালত সংশ্লিষ্ট বিশেষ আদালতে একই কাজ করবে, যা অর্থ পাচারের অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করেছে। এটি উত্থাপিত প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেবে আমাদের সামনে। "*

ইডি-র শিক্ষিত উকিল কেএ রউফ শেরিফ- বনাম - ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট এবং অন্যান্যরা - ২০২৩ সালে এসসিসি অনলাইন এসসি ৩৭৫-এ রিপোর্ট করা হয়েছিল উপরও নির্ভর করেছিলেন এবং জমা দিয়েছিলেন যে এই বিষয়ে আইনটি মাননীয় অ্যাপেক্স দ্বারা পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল আদালত।

আবেদনকারীর দ্বারা উত্থাপিত যুক্তিগুলি প্রত্যাখ্যান করার জন্য ইডি-র পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী পিএমএলএ-এর ৭১ ধারার উপর জোর দিয়েছিলেন, বিশেষত ওভাররাইডিং প্রভাব এবং উদাহরণগুলির উপর নির্ভর করে ফৌজদারি কার্যবিধির - এর ধারা ২০৯ এবং ধারা ২৫৯ সম্পর্কিত আবেদনকারীর দ্বারা।

বিজয় মদনলাল চৌধুরীর (উপরে) বিভিন্ন অনুচ্ছেদ উল্লেখ করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট যুক্তি দেখায় যে, যে অনুচ্ছেদগুলির উপর নির্ভর করা হয়েছে সেগুলি একটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং বর্তমান মামলার প্রসঙ্গে প্রয়োগের কোনও পদ্ধতি নেই যেখানে আইনসভা স্পষ্ট ও স্বতন্ত্র ভাষায় প্রসিকিউটর কর্তৃপক্ষকে এই জাতীয় আবেদন পছন্দ করার ক্ষমতা দিয়েছে এবং 'হবে' শব্দটি ব্যবহার করে বিকল্পের জন্য কোনও জায়গা রাখেনি।

যে বিষয়টি উভয় পক্ষের বিদ্বান উকিল দ্বারা প্রচার করা হয়েছে তা ধারা ৪৪ (১) (গ) এবং নির্ধারিত অপরাধের বিচারের জন্য বিশেষ মনোনীত আদালতের নিশ্চয়তার চারপাশে ঘোরে। আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান উকিলের দ্বারা উত্থাপিত যুক্তির অন্যতম ভিত্তি হল 'কেবল' শব্দটি যা আগে সংবিধানে ছিল এবং পরবর্তীকালে আইনসভা দ্বারা মুছে ফেলা হয়েছে তা কোনও বাধ্যবাধকতা বা আদেশ আরোপ করে না যে উভয় মামলা একই আদালতে বিচার করা উচিত। আবেদনকারী আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে যদি কোনও বিকল্প ব্যাখ্যা করা হয় তবে তা নিপীড়নমূলক হবে, বিশেষত সেই ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যাদের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের অভিযোগ আনা হয়নি এবং যাদের বিরুদ্ধে কেবল নির্ধারিত অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। আবেদনকারীদের যুক্তিগুলি খুব সাধারণ প্রকৃতির এবং এটি এর ক্ষেত্রে নয়

আবেদনকারীরা যে তাদের কেবল নির্ধারিত অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং নয় অর্থ পাচারের জন্য।

দ্বিতীয়ত, আবেদনকারীদের অন্য যে যুক্তিটি আইনসভা মেনে নেয়, তা যদি মেনে নেওয়া হয়, তা হলে ধারা ৪৪ (১) (গ)-এ ব্যবহৃত 'হবে' শব্দটি নষ্ট করবেন না। গুরুত্ব বহন করে এবং তাই অন্য কোনও ব্যাখ্যার জন্য কোনও জায়গা রাখে না।

পিএমএলএ, ২০০২-এর অধীনে প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি নিম্নরূপ নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

> **"৪৪.** *বিশেষ আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য অপরাধ-(১) ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ (১৯৭৪-এর ২)-এ যা কিছুই থাকুক না কেন,*
>
> *[(ক) ধারা ৪ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং সেই ধারার অধীনে অপরাধের সাথে সম্পর্কিত যে কোনও নির্ধারিত অপরাধ সেই এলাকার জন্য গঠিত বিশেষ আদালত দ্বারা বিচারযোগ্য হবে যেখানে অপরাধটি হয়েছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধঃ*
>
> *তবে শর্ত থাকে যে, বিশেষ আদালত, এই আইন প্রবর্তনের আগে একটি তফসিলি অপরাধের বিচার করে, এই ধরনের তফসিলি বিচার চালিয়ে যাবে। অপরাধ; অথবা]*
>
> *(খ) একটি বিশেষ আদালত, [* * *] এই আইনের অধীনে এই বিষয়ে অনুমোদিত কোনও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে অপরাধের বিচার গ্রহণ করতে পারে ধারা ৩ এর অধীনে, অভিযুক্তকে বিচারের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ না করে]।*
>
> *[তবে শর্ত থাকে যে, তদন্ত শেষ হওয়ার পর, যদি অর্থ পাচারের কোনও অপরাধের জন্য এই ধরনের অভিযোগ দায়ের করার প্রয়োজন না হয়, তবে উক্ত কর্তৃপক্ষ বিশেষ আদালতে একটি ক্লোজার রিপোর্ট জমা দেবে; অথবা]*
>
> *(গ) যে আদালত নির্ধারিত অপরাধের বিষয়টি আমলে নিয়েছে তা হল বিশেষ আদালত ব্যতীত যা বিচার গ্রহণ করেছে*

উপ-ধারা (খ)-এর অধীনে অর্থ পাচারের অপরাধের অভিযোগের ভিত্তিতে, এই আইনের অধীনে অভিযোগ দায়ের করার জন্য অনুমোদিত কর্তৃপক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে, বিশেষ আদালতে তফসিলভুক্ত অপরাধ সম্পর্কিত মামলাটি দায়ের করা হবে এবং বিশেষ আদালত, এই ধরনের মামলা প্রাপ্তির পরে, যে পর্যায়ে এটি রয়েছে সেই পর্যায় থেকে এটি মোকাবেলা করার জন্য অগ্রসর হবে।

.....

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। [ব্যাখ্যা।-সন্দেহ দূর করার জন্য, এটি স্পষ্ট করা হয় যে,-

(i) এই আইনের অধীনে অপরাধ পরিচালনা করার সময়, এই আইনের অধীনে তদন্ত, তদন্ত বা বিচারের সময়, বিশেষ আদালতের এখতিয়ার, তফসিলি অপরাধের ক্ষেত্রে গৃহীত কোনও আদেশের উপর নির্ভরশীল হবে না এবং একই দ্বারা উভয় অপরাধের বিচারের উপর নির্ভরশীল হবে। আদালতকে যৌথ বিচার হিসাবে বিবেচনা করা হবে না;

(ii) অভিযোগের সাথে আরও তদন্তের ক্ষেত্রে পরবর্তী যে কোনও অভিযোগ অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হবে যা অপরাধের সাথে জড়িত যে কোনও অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আরও মৌখিক বা ডকুমেন্টারি প্রমাণ আনার জন্য পরিচালিত হতে পারে, যার জন্য অভিযোগ রয়েছে ইতিমধ্যে দায়ের করা হয়েছে, মূল অভিযোগে নাম থাকুক বা না থাকুক।]"

সুতরাং ধারা ৪৪(১)(ক), ধারা ৪৪(১)(গ) এবং ধারা ৪৪(১) এর ব্যাখ্যা (i) এর সম্মিলিত পাঠ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল যে একই আদালত উভয় অপরাধের বিচার করবে এবং পিএমএলএ-এর অধীনে অপরাধ মোকাবেলার জন্য দায়রা ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিশেষ মনোনীত আদালত এই ধরনের অপরাধের বিচার করবে। তদুপরি, লেনদেনের বিষয়বস্তু একই, বাস্তব ভিত্তি এবং তফসিলি অপরাধের বিচারের ফলাফল একই, যা অর্থ পাচার সম্পর্কিত অপরাধের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে, বিধানগুলির একটি সুসংগত গঠন

বিধানগুলি একটি এবং একমাত্র সিদ্ধান্তে নিয়ে যাবে যে পিএমএলএ-এর অধীনে অপরাধের বিচারের জন্য বিশেষ মনোনীত আদালত হবে সেই আদালত যা বর্তমান মামলার প্রকৃত পরিস্থিতিতে তফসিলি অপরাধ -এর বিচার করবে।

এইভাবে ২৪শে মার্চ, ২০২১ তারিখে কলকাতার ৪র্থ আদালতের বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে কোনও হস্তক্ষেপের আহ্বান জানানো হয়নি এবং উক্ত আদেশটি এতদ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।

তদনুসারে ২০২১ সালের সি. আর. আর ১৬২০ খারিজ করা হয়েছে।

বকেয়া আবেদন, যদি থাকে, ফলস্বরূপ নিষ্পত্তি করা হয়।

অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, তাহলে এতদ্বারা খালি করা হয়েছে।

সমস্ত পক্ষ যথাযথভাবে ডাউনলোড করা এই রায়ের সার্ভার অনুলিপিতে কাজ করবে এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে।

এই রায়ের জরুরী জেরক্স প্রত্যয়িত ফটোকপি, যদি আবেদন করা হয়, দেওয়া হবে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার উপর পক্ষগুলিকে।

(বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal